

মুকুল ভাই'র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সদেৱা সূজন

ভেবেছিলাম এ সপ্তাহের লেখা আমি শুরু করবো ওআইসির সম্মেলণে অত্যাশ্চর্য লজ্জাজনকভাবে হেরে যাওয়া বাংলাদেশের প্রার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রাজাকার সাকা চৌধুরীর বিতর্কিত বক্তব্য নিয়ে। কিন্তু আর হলো কই? সপ্তাহের লেখাটি সাধারণত আমি লেখি রোববারে আমার বন্ধের দিনে। কিন্তু শনিবার ভোর রাতেই বন্ধুর টেলিফোনের ককস শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গে। অপরপ্রান্তে বন্ধুর বিনম্র কণ্ঠে একটি মর্মান্তিক সংবাদ। ‘মুকুল ভাই আর নেই।’ মুকুল ভাই মানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় কথিকা ‘চরমপত্র’ এর অমর স্রষ্টা ভাষা ও স্বাধীনতার বীর সৈনিক, স্বনাম খ্যাত মুক্তিযোদ্ধা-কলামিষ্ট-যশস্বী সাংবাদিক, অসীম সাহসী বরণ্য বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পরোধা ব্যক্তিত্ব, আমার পূজনীয়, পিতৃতুল্য লেখক, সাংবাদিক এম আর আক্তার মুকুল-এর মৃত্যু সংবাদ। যা আমাকে এই প্রবাসে ক্ষত বিক্ষত করেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুকুল ভাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের এগিয়ে যাবার সাহস ও প্রেরণা।

বন্ধুর এ খবরের জন্যে আমি মানবিক কারণে কোন উত্তর দিতে পারিনি, শুধু বলেছিলাম পরে কথা বলবো। এমন সংবাদ শোনার পর তাঁর সাথে কথা বলার মতো আমার কোন ভাষা কিংবা শব্দ ছিলোনা। সব যেনো বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো। অপ্রতিরোধ্য অশ্রুজলে সারা ভোররাত কাটিয়েছি। ভাবছিলাম কি হলো বাংলাদেশে? জাতীয়তাবাদী ঘাতক বুলেট আর ঘাতক ক্যান্সার কেনো নিয়ে যাচ্ছে একের পর এক আমাদের মহান স্বাধীনতা আর মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিকদেরকে। কী অপরাধ তাঁদের? মৃত্যুশয্যা শায়িত এম আর আক্তার মুকুলকে দেখতে হাসপাতালে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ দেশের অগণিত মানুষ তাঁর অন্তিম সময়ে দেখতে গিয়েছেন, যাননি শুধু আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী! কেন? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বামী জিয়াউর রহমান কি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না? একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হয়ে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতার প্রাণ পুরুষের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এমন অবহেলায় আমার ঘৃণা আর ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই।

আমার বাল্য বন্ধু শাহজাহান তার মোবাইল থেকে এ মর্মস্পর্কিত খবর জানিয়েছে। স্বাধীনতার এমন প্রাণপুরুষের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা আমাকে তাঁর অসুস্থতায় দিকভ্রান্ত করেছেকবেই। মুকুল ভাই যে আর বেশী দিন বাঁচবেন না তা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, কারণ

কয়েক মাস আগে তিনি যখন লন্ডনের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তখন আমার বন্ধু লন্ডনে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত কাজল ভাই আমাকে ফোন করে এই দুঃসংবাদটি দিয়েছিলেন আর সেদিন থেকেই ভাবছিলাম মুকুল ভাই আর বেশী দিন বাঁচবেন না, মৃত্যু অপ্ৰতিরোধ্য তবে এত সকাল আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন তা ভাবতে পারিনি। ইদানিং মুকুল ভাই'র সংকটাপন্ন শারীরিক অসুস্থতার পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে আমি মনিটরিং করছিলাম। প্রতিদিনের ইন্টারনেটে প্রকাশিত মুকুলভাই'র প্রতিটি সংবাদ ও দেশের বন্ধুদের টেলিফোনের খবর উত্তর আমেরিকার নামকরা বাংলা ওয়েবসাইট 'এনওয়াই ডটকম', 'ভিনুমত ডট কম', এবং 'মুক্তমনা ডট কম' এ পাঠিয়েছি। ওয়েব সাইট কতৃপক্ষও ফলাও করে প্রকাশ করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশে এখন যখন মৌলবাদিদের অপ্ৰতিরোধ্য তান্ডব চলছে, প্রগতিশীলদের ক্রান্তিকাল আর তখনই জাতি হারালো এমন বরণ্য বুদ্ধিজীবী, জাতির এক শ্রেষ্ঠ সন্তান এম.আর আখতার মুকুলকে। তাঁর প্রয়ানে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। দেশে প্রতিদিন রাজাকারদের জন্ম হচ্ছে কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্ম হচ্ছে না।

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শাণিত অসুস্থ 'চরমপত্রের' স্রষ্টা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধারার বাহক, বাংলাদেশের অসামান্য কীর্তিমান সন্তান এম আর আখতার মুকুল আর নেই, সে কথা ভাবলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়, অপ্ৰতিরোধ্য অশ্রুজল নেমে আসে অজান্তে। স্বাধীনতার এমন সূর্যজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম শয্যায় বলতে চাই, আপনার অনন্ত যাত্রায় পুষ্ণিত সুগন্ধে আর ফুলে ফুলে ভরে উঠুক আপনার কফিন, হে বন্ধু আপনি চিরবিদায় শুধু শারীরিক কিন্তু মানুষের হৃদয়ে থাকবেন অশন হয়ে চির ভাস্কর হয়ে অমর সৈনিক হয়ে অনাধিকাল।

কষ্টের পাথর বুকে নিয়ে বলতে চাই, স্বর্গীয় চির শয্যায় শান্তিতে থাকুন, আমাদের প্রার্থণা, আপনার মতো একজন পুণ্যময় মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম বিশ্রাম হোক শান্তিতে। আপনি বেঁচে থাকুন মানুষের মাঝে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় অনন্তকাল।

সদেৱা সুজন/ ফ্রি ল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী

মন্ট্রিয়ল ২৬.৬.২০০৪